Imp exam ✓ EXAM (*)(*)

(৩) বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্রের অবদান বর্ণনা?

ভূমিকা → 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামধারী, উনবিংশ শতাব্দীর সুপণ্ডিত, তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের সরস্বতী সর্বপ্রথম হুতোমের জন্মভূমি অতিক্রম করে বাস্তবের উপকূলে পদার্পণ করেছেন, তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র। উপযুক্ত শিক্ষা ও শাসনের অভাবে বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতার শিকার হওয়ার ফলে কখনো কখনো বাঙালীর নৈতিক অবক্ষয় ঘটেছিল— প্যারীচাঁদ এখানে সেই কাহিনীই বর্ণনা করেছেন,

তাঁর ভাষারীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন →

"সংস্কৃতানুগামিতা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, দুর্বল এবং বাংলা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল, টেকচাঁদঠাকুর (অর্থাৎ- প্যারীচাঁদমিত্র) প্রথমেই এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। — — — যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় আলালের ঘরের দুলাল প্রণয়ন করিলেন, সেই দিন হইতে বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি, সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল।"

প্রন্থাবলি → তাঁর লেখা প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ → (১) 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কী উপায়?' (১৮৫৯), (২) 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬১), (৩) 'অভেদী অভেদী' (১৮৭১), (৪) 'আধ্যাত্মিকা'

(৭) এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বকথা (১৮৭৭) ও (১৮৬৯) (৪) গীতাঙ্কুর (১৮৭১) (১৮৮০), (৫) ভূমিপাঠ (১৮৬৯), (৬) ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত (১৮৮৫)

সাময়িকপত্র →

তিনি রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের গদ্যভাষার বৈশিষ্ট্য →

(i) প্যারীচাঁদ মিত্র প্রথম বাংলা গদ্যসাহিত্যে সহজ, সরল কথ্যভাষার প্রচলন করেন।

(ii) সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের আড়ম্বরে বাংলা গদ্যকে প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য করে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি।

(iii) তদ্ভব ও দেশী শব্দের ব্যবহার এবং উপস্থাপন ভঙ্গিতে তাঁর গদ্যে প্রাণরস সঞ্চারিত।

(iv) ছোট ছোট সরল বাক্যদ্বারা ভাব প্রকাশিত, বর্ণনাত্মক শব্দের ব্যবহারে ভাষাকে জীবন্ত করতে সহায়তা, ক্রিয়াপদের দিকে তাকালে দেখা যায় এর মূল কাঠামোটি সাধু, কিন্তু অভিশ্রুতির পরিবর্তে অপিনিহিতি ধ্বনির ব্যবহার, ধ্বনিসংগতির অনুপস্থিতি এবং আরও কিছু লক্ষণের সাহায্যে স্পষ্ট যে এ ভাষা কথ্যরীতির অনুরূপ, কথ্যরীতির মূল রীতি সংস্কৃত ভাষা দর্শায়। উদাহরণ →

"রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে — কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে — মাঠের গুড়কারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে — ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন — মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে।"

উপন্যাসের → ভাষারীতি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে আলালের ঘরের দুলাল এ প্যারীচাঁদ চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। প্যারীচাঁদের গদ্যরীতি বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের ক্লাসিক রীতির দ্বারা অনেক স্থানে প্রভাবিত হলেও বিষয়বস্তু নির্বাচন ও তার প্রকাশের বাহন হিসাবে চলিত ভাষাব্যবহারের দুঃসাহসিকতার মধ্য দিয়ে প্যারীচাঁদ বাংলা কথা সাহিত্যের নতুন দিগন্তের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন।

* * * *

EXAM (*)

(৪) বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে কালীপ্রসন্ন সিংহের অবদান?

ভূমিকা → প্যারীচাঁদের উত্তরসূরী হিসাবে বাংলা সাহিত্যের আসরে আসরে অবতীর্ণ হন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি নাট্যকার, পুরাণের অনুবাদক এবং ইংরাজী বাংলা প্রবন্ধের লেখক, তবে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) গ্রন্থটির জন্য। এই ব্যঙ্গাত্মক রচনাটির মাধ্যমে তিনি হুতোম নামের আড়ালে লেখক তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছেন।

জন্ম ও কর্মজীবন → কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম ছিল ছদ্মনাম। (১৮৪০-১৮৭০) তিনি বাংলায় কুলীন গদ্যরীতির প্রচলন করেন, শুধু তাই নয়, এছাড়াও তিনি নাট্যকার ও সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। নাট্যমঞ্চ-পরিচালনা, তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতের সাহায্যে সমগ্র মহাভারত অনুদিত করেন।

সাময়িক পত্রিকা → তাঁর পরিচালিত প্রধান সাময়িক পত্রিকা ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী' পত্রিকা (১৮৫৫), তাঁর লেখা অন্যান্য সাময়িকপত্রিকা গুলি ছিল 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫২-৫৩), 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' ও 'পরিদর্শক'।

গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য → হুতোম প্যাঁচার নকশা

(i) তাঁর এই একক রচনার মাধ্যমে বাংলা গদ্যসাহিত্যে দিক পরিবর্তন সূচিত হয়, বইটি আদ্যন্ত চলিত ভাষায় রচিত। কলকাতার কথ্য ভাষাকে তিনি অবিকৃত অবস্থায় সাহিত্যে স্থান দেন, মানুষের মুখের ভাষা যে সাহিত্যভাষা হতে পারে তা তিনিই প্রথম দেখান,

(ii) এই ভাষার চলিত রূপ অবিমিশ্র ও প্রাণবন্ত। উদাঃ →

"এতদিন শহরের দোকানগুলো ধুলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পুজোর মুহূর্তে বিয়ের কনের মতো সেজে উঠেছে; দোকানের কপাটে কাঠি দিয়ে নানারকম রঙিন কাগজ মারা হয়েছে ভেতরে ঝুলার পারা, তার নিচে একটুকরো ছেঁড়া কার্পেট। শহরের সকল দোকানীরই শীতকালে কাগের মতো চেহারা, চেহারা নিস্তব্ধ। যত দিন ঘনিয়ে আসছে, ততই বাজারের কেনাবেচা বাড়ছে, ততই বেনারসকাটা গরম হয়ে উঠছে, পল্লীগ্রামের তুলার অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সার্বিতে বেরিয়েছেন, রাস্তায় রকম রকমের চেহারার ছিট লেগে গেছে।"

→ কৃষ্ণকান্তের উইলের নকশা

(iii) বঙ্কিমচন্দ্রের মুখোশ কন্যাভাষার প্রচলন নিয়ে কখনো ভাবেননি, তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুব বেশী।

(iv) এটি নকশাজাতীয় রচনা, সাহিত্যিক মধ্যে এর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(v) এর ভাষা চিত্ররূপময় — এ চিত্র কাঁপছে, সেই সঙ্গে গতিময়, আর রয়েছে কাব্য-ভাষার লেখিত, কখনো ব্যঙ্গমূর্তি কখনো বা ব্যঙ্গদৃষ্টি পরিস্ফুট হয়েছে সৃষ্টির রোমন্থনে।

"আমরাও সেইগুলো মুখস্থ করে ইস্কুলে, বাড়িতে ও মার কাছে আওড়াতাম, মাগুলো বড় খুশি হতেন ও কখনও কখনও আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য দিব পয়সা পিসু একটি করে জলপেঁড়া প্রাইজ দিতেন; অবিকল মিষ্টি হলে তাই পাওয়া যেত, ছেলেবেলায় আমাদের এ সংস্কারও ছিল।"

(vi) কৃষ্ণকান্তের নকশা প্রথম চলিতভাষায় লেখা ব্যঙ্গধর্মী গদ্য, তবে প্রমথনাথ বিশীর মতে এ ভাষা সুশৃঙ্খল নয় বরং দ্রুতগতিশীল ও বহুছন্দে অনায়াসেও বটে।

"এ অন্ধকার রাত্রির — অন্ধকার ঘুরঘুট্টি — গুমগুম করে যেন ডাকছে — থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে — গাছের পাতাটি নড়ছে না — মাটি থেকে যেন আগুনের তাত বেরুচ্ছে — আর ইল্লা বসে বসে ভাবছে।"

(vii) উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের মানুষের মুখে 'বরিশালি ভাষায়' এই পরিচয় দাবি। প্রায় দুশো বছর আগে এই ভাষায় বঙ্গবাসীর সাধারণ মানুষ কথা বলত।

(viii) সচেতন ও সতর্ক ভাবে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের আসরে নিয়ে এসেছেন তিনি লোকমুখে উচ্চারিত শব্দের স্বনিরূপ ও ব্যঞ্জনা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

উপসংহার → দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের ন্যায় একটি দর্পণ রচনার বাসনা ছিল কালীপ্রসন্নের কিন্তু নীলকরদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে তিনি পরিকল্পনা বদলান। তিনি নিজে বলেছিলেন —

"নীলদর্পণের ন্যায় দুঃখে শুকো ভয়ানক জাগোয়ারদের মুখের কাছে ছুরি বৈরী আর সিধিতে আর সাহস হয় না।" — সেইজন্য তাঁর পরিকল্পনা তিনি ক্রমশ স্পষ্ট করতে রেখেছেন। নিজ রচনায় তিনি ক্লেশ ও ব্যথার আঘাতে সকলকে বিদ্ধ করেছেন। তাঁর সহানুভূতি ও সমবেদনার অশ্রুজলের স্পর্শ অনুভূত হয়। বঙ্গবাসীকে বিষয়বস্তুর সম্পর্কে এরূপ মানবিকতা বোধের দৃষ্টান্ত উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ নেই এবং তাঁর প্রদর্শিত এই পথেই উত্তরকালে বীরকুলের আবির্ভাব।

* * * * *